দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 0 8 JUN 1990
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

18

সংসদে প্রধানমন্ত্রী ঃ হাইস্কুল মাদ্রাসায় মর্নিং শিফট

১লা জানুয়ারী সারাদেশে একযোগে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ গতকাল (বৃহস্পতিবার) রাতে জাতীয় সংসদে ঘোষণা করেন যে, সার্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইনের বাস্তবায়ন আগামী ১লা জানুয়ারী সারাদেশে এক-যোগে শুরু হইবে।

শিক্ষায়তনসমূহে দুই শিফট চালু করার বিরোধী দলীয় সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের সমাপ্তি টানিয়া শিক্ষা

(শেষ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

সংসদে প্রধানমন্ত্রী

(১ম পৃঃ পর)

মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ন্যস্ত প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন, নূতন বিদ্যালয় ভবন নির্মাণে অর্থ ব্যয় না করিয়া দ্রুত শিক্ষা প্রসারের জন্য ১৯৯১ সনের ১লা জানুয়ারী দেশের সকল হাই-স্কুল ও হাই মাদ্রাসায় মর্নিং স্কুল শুরু হইবে। ঐসব বিদ্যালয়ের ২/১ জন শিক্ষকই সামান্য মাসিক ভাতা বা সম্মানীতে মর্নিং শিফটে প্রথম শ্রেণীর শিশুদের শিক্ষাদান করিবেন। এ ব্যবস্থাটি নবগঠিত শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদে অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। তিনি জানান, স্কুলবহির্ভূত অর্ধকোটি শিশুর স্থান সংকুলানের জন্য ৪ কোঠার প্রাইমারী স্কুলে বাড়তি শিশুশ্রেণী শুরু করার চিন্তাভাবনাও চলিতেছে।

এম এ গোফরান উত্থাপিত ও আবদুল মতিন মিয়ার সংশোধনী যুক্ত সিদ্ধান্ত প্রস্তাবটিতে প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে ভার্সিটি ও পলিটেকনিক হইতে প্রকৌশল ও কৃষি ভার্সিটিতে দুই শিফট প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়। বিরোধীদলীয় নেতা আসম রব প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-বহুল রাজধানীতেই শিক্ষার্থীর স্থান সংকুলান হয় না, সারাদেশে শিক্ষা প্রসার করিতে হইলে দুই শিফট ছাড়া গত্যন্তর নাই।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, যে ৩০ ভাগ শিশু বর্তমানে স্কুলের বাহিরে তাহাদের জন্য ১৮ হাজার স্কুল নির্মাণ করিতে ৮০০ কোটি টাকা ছাড়াও ১০ বৎসর সময় লাগিবে। আমরা "ইট বালি চুন সুরকি রডের মধ্যে শিক্ষা ব্যবস্থা বন্দী করিতে চাই না"—এ কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, প্রয়োজনে স্বল্পব্যয়ের স্কুল নির্মিত হইবে। তবে বিশ্বব্যাংক ৫ বৎসরে আমাদের যে ১১০০ কোটি টাকা দিবে উহা বহুলাংশে আমরা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনে ব্যবহার করিয়া শিক্ষাকে "মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সবচাইতে প্রবল আন্দোলনে" রূপান্তর করিতে চাই। তিনি বলেন, বহু সরকার গিয়াছে, কেবল প্রেসিডেন্ট এরশাদই সার্বজনীন শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা রূপায়ণে ব্রতী হইয়াছেন।

স্পীকার শামসুল হুদা চৌধুরীর সভাপতিত্বে গতকাল সন্ধ্যায় জাতীয় সংসদে বেসরকারী সদস্যদের ৩টি সিদ্ধান্ত প্রস্তাব আলোচিত হয়।

সরকারী চাকুরীতে প্রথম প্রবেশের সর্বোচ্চ বয়ঃসীমা ২৭ বৎসর হইতে ৩০ বৎসরে বৃদ্ধির এমএ হান্নান (সিলেট-৪) উত্থাপিত সিদ্ধান্ত প্রস্তাব ভোটে প্রত্যাখ্যান হওয়ার আগে সংসদে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বন্যস্ত মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বলেন, মুক্তিযোদ্ধা, মহিলা, উপজাতীয়দের জন্য এধরনের বয়ঃসীমা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। কিন্তু ইহাকে সার্বজনীন করা যাইবে না। কারণ, সরকার সেশন জট নিরসন ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র প্রসারের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করিতে চায়। শিক্ষাঙ্গনে অশান্তি ও চাকুরী প্রদানে সরকারী ব্যর্থতার সমালোচনার জবাবে বলেন, ছাত্রদের হাতে আমরা অস্ত্র তুলিয়া দেই নাই, তাহাদের আমরা হাইজ্যাকারে পরিণত করি নাই। কোন দেশেই সরকার সকলের কর্মসংস্থান করে না। যুক্তিহীন আত্মপ্রবঞ্চনা দ্বারা সমস্যার সমাধান হইবে না বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন। আবদুল হাই (যশোর-৩), মোখতার আহমদ (চট্টগ্রাম), মফিজুর রহমান রোকন, নূরুল ইসলাম মনি, দবিরউদ্দিন জোয়ার্দার, শাজাহান সিরাজ ছাড়াও বিরোধীদলীয় নেতা আসম রব এ প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলেন, সরকার চাকুরী দিতে পারে নাই। এখন দরখাস্ত করার অধিকার দিতেও নারাজ।

কক্সবাজারে ২টি পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপনের জহিরুল ইসলাম (কক্সবাজার-২) আনীত সিদ্ধান্ত প্রস্তাব পরে প্রত্যাহার করা হয়।

সংসদ রবিবার বিকাল সাড়ে ৫টায় আবার মিলিত হইবে।